Q. ব্যক্তিত্বের পঞ্চ-উপাদান তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করো।
Briefly discuss about Five-factor theory of Personality.

⇒ মনোবিদ ফ্যাক্টেলের সংলক্ষণ তত্ত্বের মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্বের পঞ্চ-উপাদান তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। মনোবিদ McCrae এবং Costa প্রমুখ ব্যক্তিত্বের এই তত্ত্বের মূল কথা হল যে, যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সমস্ত আচরণকে পাঁচটি প্রধান উপাদানে ভাগ করা যায়। এই পাঁচটি উপাদান হল —

i. মনোবিকার প্রবনতা বনাম আবেগের ভারসাম্য (Neuroticism/ Emotional Equilibrium) :-

মনোবিকার প্রবন ব্যক্তিরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, নার্ভাস প্রকৃতির, বিষন্ন এবং চাপাগ্রস্ত হন। অপর দিকে আবেগের ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিরা আনন্দময়, চাপহীন এবং দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন।

ii. বহির্মুখিতা বনাম অন্তর্মুখিতা (Extrovertism/Introvertism)

:- বহির্মুখী ব্যক্তিরা চঞ্চল প্রকৃতির, খোলামেলা মনোভাব, কর্তৃত্বপ্রিয়, সামাজিক এবং উদ্যমী হন। অপর দিকে অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিক, ছিরচিত্ত, নিরুৎসাহী এবং নির্লিপ্তপ্রিয় হন।

iii. নৈতিকতা বনাম অনৈতিকতা (Morality / Immorality) :-

নীতিবান ব্যক্তিরা যে কোনো কাজ চিন্তাভাবনা করে করেন। তাদের যে কোনো কাজের পেছনে নৈতিক সমর্থন না থাকলে তারা সে কাজ করেন না। অপরপক্ষে, নীতিহীন ব্যক্তিরা তাদের কাজের নৈতিক দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। তাৎক্ষনিকভাবে যে-কোনো চাহিদা পূরন করাই তাদের উদ্দেশ্য থাকে,

Scanned with CamScanner

iv. গ্রহনযোগ্যতা বনাম গ্রহনযোগ্যতার অভাব (Acceptability / Unacceptability) :—

যে সব ব্যক্তির গ্রহনযোগ্যতা থাকে তারা নম্র, অমায়িক, উদার এবং সহমর্মী হন। আবার যেসব ব্যক্তির গ্রহনযোগ্যতার অভাব আছে তারা উগ্র এবং বদমেজাজি হন।

v. খোলামেলা মনোভাব বনাম চাপা স্বভাব (Open mindedness / Close mindedness) :—

খোলামেলা মনোভাবের ব্যক্তিরা উদার, আমোদপ্রিয় এবং হালকা মেজাজের হন। অপরপক্ষে, চাপা স্বভাবের ব্যক্তিরা ঈর্ষাপরায়ন, সন্দিগ্ধচিত্ত ও সংকীর্নমনা হন।

—o—

Q. শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তাৎপর্য বা গুরুত্ব, Significance of Individual Difference in Education.

⇒ প্রতিটি শিশুই তার সামর্থ্য, ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে শিক্ষালাভ করতে পারে, তার জন্য ব্যক্তি বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সার্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো। এই উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করে তুলতে শিশুর ব্যক্তি স্বতন্ত্রের নীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে, শিখন পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, পাঠক্রম নির্বাচন ইত্যাদি দিক থেকে তাই ব্যক্তিগত বৈষম্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল —

a) শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকরণ :—

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাদান ও প্রকল্পের কাজ করানোর সময় শ্রেণীকরণ করে ব্যক্তিবৈষম্যের ক্ষমতা বোঝে সেই অনুযায়ী শ্রেণীকরণ করে যথাযথ শিক্ষা লাভ হবে।

b) বহুমুখী পাঠক্রমের ব্যবস্থা :—

শ্রেণীকক্ষে মুষ্টিমেয় জ্ঞানমূলক বিকাশের দিকটি গুরুত্ব না দিয়ে সার্বিক বিকাশের উন্নতির জন্য বহুমুখী পাঠক্রম বা বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

c) শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ :—

ব্যক্তিগত বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। যেমন - প্রকল্প পদ্ধতি, আবিষ্কার পদ্ধতি সমস্যাসমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

d) নমনীয় পাঠক্রম :—

শিশুদের দের মধ্যে ব্যক্তি বৈষম্য থাকার জন্য পাঠক্রম সংগঠনের সময় একজন শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠক্রম নমনীয় ও বৈচিত্রময় বিষয় যুক্ত করতে হবে।

e) ব্যক্তিগত নির্দেশনা :—

শিক্ষার্থী যাতে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য ব্যক্তিগত নির্দেশনা দেওয়া।

f) শিক্ষানীতি পরিচালনা :—

সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একজন শিক্ষকের - শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, ক্ষমতা, মনোভাব, প্রেষণ এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দিক সম্পূর্ণ জানা প্রয়োজন।

g) অভীক্ষার ব্যবহার :—

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অন্তর্নিহিত সত্ত্বা জানার জন্য শিক্ষকের বিভিন্ন অভীক্ষার ~~কৌশলগুলি~~ কৌশলগুলি জানা প্রয়োজন। যেমন — বুদ্ধির অভীক্ষা, পারদর্শীতার অভীক্ষার কেস হিস্ট্রি, প্রবণতার অভীক্ষা ইত্যাদি।

• সুতরাং সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষন পদ্ধতি, পাঠক্রম, শিক্ষন দক্ষতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব।।

— o —

Scanned with CamScanner